বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৪

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৪, সোমবার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেগম রোকেয়া দিবস-২০২৪ উদযাপন এবং বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি নারী জাগরণের অগ্রদূত ও মানবমুক্তির অগ্নিশিখা, মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বেগম রোকেয়া ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক এবং নারী জাগরণ ও নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। নারীকে সমাজে আত্ম-মর্যাদাশীল মানুষ হিসাবে অধিষ্ঠিত করতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ উপলব্ধি থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণে ভারতবর্ষের মুসলিম নারীদের অনুপ্রাণিত করেন এবং মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য ও শোষণ বন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন অগ্রদূত। তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিলো আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা ও মানবতাবোধ। সমসাময়িক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কূপমন্ডুকতা কুসংস্কার, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ও অবস্থান তাঁর কালজয়ী লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনা ও লেখালেখির মূল বিষয় ছিল নারীর প্রকৃত শক্তির উন্মেষ ঘটানো ও নারীকে অধিকার সচেতন করে তোলা।

নারী ও সমাজ উন্নয়নে অনন্য অবদান রেখে যাঁরা এ বছর 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২৪' পেয়েছেন আমি তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বেগম রোকেয়ার কর্ম ও জীবনাদর্শের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে যাবে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের পথে-বেগম রোকেয়া দিবসে আমি এ প্রত্যাশা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়া আমাদের পথ প্রদর্শক

কেয়া খান (গ্রেড-১)
মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

''আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, এ কথা নিশ্চিত''। নারী প্রগতির অগ্রদূত, সমাজ সংস্কারক মহীয়সী বেগম রোকেয়া এ রকম অসংখ্য বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক,সামন্তীয় গোঁড়ামিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন তিনি নারীজাতি তথা সমাজের কল্যাণে নিবেদন করেছিলেন।

আজ আমরা যখন রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন করছি তখন বাংলাদেশ এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। আজকের বাংলাদেশেও বেগম রোকেয়া আগের মতোই প্রাসঙ্গিক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুরের পায়রাবন্দে একটি জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৫২ বছর বয়সে ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই ক্ষণজন্মা মহীয়সী নারী একাধারে লেখক, সমাজ সংস্কারক, সংগঠক এবং নারী মুক্তির অন্যতম দিশারী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তৎকালীন পশ্চাৎপদ উপনিবেশিক সমাজের চোখে বার বারই নারী ও পুরুষের মধ্যকার সামাজিক,অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরেছিলেন। অত্যন্ত সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে রোকেয়া সামাজিক সমতার সম্পর্ক বিনির্মাণে নারীর সামাজিক, পারিবারিক মর্যাদার গুরুত্ব সম্পর্কে নিরলসভাবে বলে গেছেন। ভারতবর্ষের অগ্রসর হতে না পারার কারণ হিসেবে লিখেছিলেন, "যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং আরেক চক্র ছোট (পত্নী), সে অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না। সে কেবল একই স্থানে ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না"।

অসমতা দূরীকরণে তিনি নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকার পরও স্বশিক্ষিত বেগম রোকেয়া মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সফল হয়েছিলেন। মুসলিম মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকতা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করা, দাপ্তরিক কাজ সব প্রধানত তিনি একাই করেছেন। তবে সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা রোকেয়া শিক্ষা বলতে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বা 'পাশ করা বিদ্যা'কে নয়, ঈশ্বরের যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা দক্ষতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাকে বুঝিয়েছিলেন। নারীদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে , নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বেগম রোকেয়ার এই যে আত্মনিবেদন তা আজও আমাদের জন্য অনুকরণীয়। এমনকি তিনি লেখক হিসেবেও নারী জাতির অবনতির কারণ এবং করণীয় বিষয়কে তাঁর লেখার মূল উপজীব্য করেছিলেন। তাঁর মতিচূর,পদ্মরাগ ,অবরোধবাসিনী গ্রন্থে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধি-বিধানকে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' যেন নারী শক্তির অভূতপূর্ব প্রকাশ। যেখানে নারীরা বিজ্ঞান, কৃষি থেকে শুরু করে দেশ পরিচালনায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বেগম রোকেয়ার আগে তৎকালীন ভারতবর্ষে কেউ নারীকে সামাজিক, রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক নেতৃত্বে চিত্রিত করার সাহস দেখান নি।

বেগম রোকেয়ার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য,"আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যাহা , আমাদের লক্ষ্য তাহাই"। এই দিশার আলোকে নারীদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করে নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলার অভিপ্রায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশের সুষম উন্নয়নের স্বার্থে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের সম্ভাবনা এবং কর্মদক্ষতাকে উৎপাদন-মুখী কাজে সম্পৃক্ত করতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। অধিদপ্তরের জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমির মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন বিষয়ে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। তদুপরি, নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করছে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র অঙ্গনা । এছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আরো বেশি অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে ভালনারেবল বেনিফিট প্রোগ্রাম (ভিডাব্লিউবি) এর মাধ্যমে ২(দুই) বছরের জন্য অতি দরিদ্র নারীদের প্রতি মাসে ৩০ (ত্রিশ) কেজি চাল (সাধারণ এবং পুষ্টি) প্রদানের পাশাপাশি তাদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন যত্ন থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ১ হাজার দিনসহ ৪ বছর পর্যন্ত শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। এটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশও ত্বরান্বিত করছে। সুস্থ শিশু মানেই কর্মঠ জাতি। বেগম রোকেয়া তাঁর 'শিশুপালন' প্রবন্ধে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য এবং যত্নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। একই প্রবন্ধে তিনি বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কেও তাঁর ক্ষুরধার বক্তব্য তুলে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন,"আমাদের ভবিষ্যৎ বংশরক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে, দেখছি। প্রথম স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার; দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে হবে যাতে তারা নিজেদের শরীরের যত্ন করতে শেখে; আর অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ে বন্ধ করতে হবে"। তাঁর ভাষায়, "শিশু রক্ষা করতে হ'লে আগে শিশুর মায়েদের রক্ষা করা দরকার। ভাল ফসল পেতে হলে গাছে সার দেয়া দরকার।"

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অনেক সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূলতা-র মাঝেও বাল্যবিয়ে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। এছাড়া নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নারীদের নেতৃত্ব হিসেবে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনসমূহের নিবন্ধন, নির্বাচিত সমিতি সমূহের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। উপরন্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ০৯ টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এসব হোস্টেলে ২ হাজার ৪০৬ জন নারী আবাসন সুবিধা গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি কর্মজীবী মায়ের শিশুদের জন্যও 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র', নারী নির্যাতন হ্রাস এবং নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় ন্যাশনাল টোল ফ্রি ১০৯ স্থাপন করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া শিশুদের আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে এবং জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সারাদেশে ৪ হাজার ৮৮৩ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালিত হচ্ছে। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষতঃ নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ(জিসিএ) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর নারীদের সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং জীবিকার মান উন্নয়ন করা হচ্ছে ।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সমাজের বহুবিধ প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে সাফল্য অর্জনকারী নারীদের 'জয়িতা' হিসেবে নির্বাচন ও সম্মাননা প্রদান করছে। যার মধ্য দিয়ে তাঁদের সমাজে রোলমডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ, বেগম রোকেয়া দিবসসহ বিভিন্ন দিবস উদযাপনের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে নারীর অধিকার এবং তাঁদের অগ্রগামী ভূমিকা তুলে ধরা হচ্ছে। অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক নারীর ভাগ্য যেমন পরিবর্তন হয়ে চলেছে, তেমনি উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে তাদের ব্যাপক উপস্থিতি দেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এনেছে দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন।

রোকেয়া দিবসের প্রাক্কালে এ বছর রোকেয়া পদকে ভূষিত সম্মানিত নারীদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রত্যাশা করছি যে, আগামীর বাংলাদেশ নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যসহ সকল ধরনের বৈষম্য কমিয়ে আনতে বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে যাবে। বিশ্ব দরবারে সমতার দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। বৈষম্য বিরোধী নব চেতনার বাংলাদেশে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সবাইকে নিয়ে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
০৯ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

নারী জাগরণের পথিকৃত, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার অবদান অবিস্মরণীয়। প্রতি বছরের মত এবছরও 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৪' পালিত হচ্ছে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বেগম রোকেয়া উনবিংশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের চার দেয়ালে আবদ্ধ থেকে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখতে পাই।

এরই ধারাবাহিকতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মজীবী হোস্টেলের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিশোরীদের বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা অব্যাহত রয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নারী পাচার রোধ, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (১০৯), ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারসহ নানাবিধ কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বেগম রোকেয়া কর্ম ও আদর্শের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নারীদের উন্নয়নে নিজেদের সম্পৃক্ত করায় বেগম রোকেয়া পদক প্রাপ্তদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি বেগম রোকেয়ার মত নারীরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নির্যাতিত ও অসহায় নারীদের অবস্থা ও অবস্থান উন্নয়নে কাজ করে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে।

আমি 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৪' ও 'বেগম রোকেয়া পদক প্রদান ২০২৪' অনুষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

بسم الله الرحمن الرحيم

উপদেষ্টা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৯ ডিসেম্বর, "বেগম রোকেয়া" দিবসে মহীয়সী বাঙ্গালী সাহিত্যিক, নারী জাগরণের অগ্রদূত ও সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার কর্মে ও আদর্শে তাঁর অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৪' উদযাপন ও নারীদের অনন্য অর্জনের জন্য বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"

কাজী নজরুল ইসলামের এই কালজয়ী বাণী সমাজে খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অথচ নারী পুরুষের সমতার দাবি জানিয়ে আজ থেকে বহু আগেই কলম তুলে ধরেছিলেন এক অসামান্য নারী। যার অবদান এই উপমহাদেশের নারীদের জীবনে এনেছিল আমূল পরিবর্তন। "বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সেই অসাধারণ নারী"। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) জন্ম, শিক্ষা, বিকাশকাল, সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা এবং বাংলার নারীর জীবন জগৎ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি বিশ শতক থেকে শুরু করে একুশ শতকের বর্তমান সময়েও আমাদের চিন্তার খোরাক যোগায়। সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে রোকেয়া ছিলেন এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা।

বাঙ্গালী নারীবাদী নেত্রী বেগম রোকেয়া বর্তমানে শুধু বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের তাত্ত্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক নেত্রী নন; সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর স্বতঃমূল্য রয়েছে। অবরোধের ঘেরাটোপে বন্দী রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের শত শত নারীর মতো তিনি শেওলার শ্রোতে ভেসে যাননি- মানুষ হওয়ার স্বপ্ন সফল করেছেন। সেই সংগ্রামের বীজ রোপিত হয়েছিল তাঁর শৈশব-কৈশোর ও তারুণ্যের অবরুদ্ধ পরিবেশে। সৃজনশীল সাহিত্যিক মেধা, ব্যক্তিত্ব, নারী শিক্ষা প্রসারে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আন্দোলনরূপী-বিদ্রোহীরূপী সংগ্রামের বিষয়ে আমরা জানতে পারি তাঁর সাহিত্য পাঠ করে। নারীর মানবাধিকার হরণ, পারিবারিক বিবাহপ্রথার বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। ঔপনিবেশিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান, পুরুষের প্রাধান্য না মেনেও সাচ্ছন্দে নারী তার কাজ করতে পারে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে কৃতিত্ব দেখতে পারে ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যে নান্দনিক শৈলীতে রূপায়িত হয়েছে। বেগম রোকেয়া বলেছেন, 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে লেডী কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জজ- সবই হইব।'

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন ও সমতার লক্ষ্যে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের (NSAPR) আলোকে নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। নারী শিক্ষা নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা এবং সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সকলক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। যার প্রেক্ষিতে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন ধারা সূচিত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু উন্নয়নে ভিডব্লিউবি, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। নারী ও শিশুর উন্নয়ন সুরক্ষা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৩; ডিএনএ আইন-২০১৪; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭; যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১; নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নারীদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ব্যকুল নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া স্মরণীয় ও বরণীয় হোক যুগ-যুগান্তর। বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন উল্লেখযোগ্য। তাই নারী ও সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে যারা এ বছর 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২৪' পেয়েছেন আমি তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নারী-পুরুষ সকলের সম্মিলনের সফল অগ্রযাত্রা সমাজ ও জাতিকে আলোকিত করবে এবং দেশকে সমৃদ্ধির সাথে এগিয়ে নিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখবে। আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৪ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

(শারমীন এস মুরশিদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

সিনিয়র সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে?' বহু যুগ আগে শত বাধা পেরিয়ে নিজেদের মনোবলকে চাঙ্গা করে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জন্য নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়া ছিলেন অবিভক্ত বাংলার এক আলোকবর্তিকা। সমাজ যখন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের আঁধারে নিমজ্জিত, অবরোধ ও অবজ্ঞায় জর্জরিত সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে বেগম রোকেয়ার ন্যায় একজন মহিয়সী নারীর আবির্ভাব, এ যেন এক নতুন সূর্যোদয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন ও বেগম রোকেয়া পদক ২০২৪ প্রদান উপলক্ষ্যে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীর ভাগ্য আপন হাতে গড়বার যে আহ্বান বেগম রোকেয়া জানিয়েছিলেন, সে আহ্বানে সাহসী হয়েছে নারী সমাজ। শিক্ষাকে তিনি উন্নয়ন এবং গোঁড়ামি হতে মুক্তির মূলমন্ত্র মনে করেছেন। তিনি বলেছেন 'পুরুষেরও যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন। কেননা আধুনিক শিক্ষা ছাড়া নারী-পুরুষ কেউই নিজেদের যোগ্যতা লাভ করতে পারে না'। বেগম রোকেয়া নারীর শ্রমের অন্যায্য মজুরী, পণ্যপ্রথা, যৌতুক, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, রীতি না মেনে তালাক প্রভৃতি অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে জোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বেগম রোকেয়া ছিলেন নারীমুক্তি, সমাজ সংস্কার ও প্রগতিশীল আন্দোলনের পথিকৃৎ। সামাজিক নানা বিধি নিষেধ, নিয়ম-নীতির বেড়াজাল অগ্রাহ্য করে তিনি আবির্ভূত হন অবরোধবাসীদের মুক্তিদূত হিসাবে। এই মহিয়সী নারীর আদর্শকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু উন্নয়নে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো-ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি), মা ও শিশু সহায়তা তহবিল কর্মসূচি, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল, বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ, নির্যাতিত নারী ও শিশুর আবাসিক ও আইনী সহায়তা প্রদান হটলাইন ১০৯ এবং ওয়নস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন, ডিএনএ ল্যাবরেটরি স্থাপন, মহিলা সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও অনুদান বিতরণ, তথ্যআপা প্রকল্প, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মহিলা সহায়তা কর্মসূচী, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জিসিএ) শীর্ষক প্রকল্প, কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, ইনভেস্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) প্রকল্প, ডে-কেয়ার স্থাপন, কর্মজীবী নারীর হোস্টেল সেবা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে, নারী শিক্ষার হার বেড়েছে, নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সংখ্যা বেড়েছে। এক কথায় নারী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েছে।

সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে এভাবেই এগিয়ে যাবে দেশ, একদিন উন্নতির শিখরে অবস্থান করবে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বেগম রোকেয়া দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন ও বেগম রোকেয়া পদক-২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মমতাজ আহমেদ, এনডিসি)